Deba Prasad Das

" অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে ...."

শহর হিসেবে বোম্বাই যেমন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় শহর, তেমনি দেশ হিসেবে আমেরিকার মতো এত প্রিয় দেশ বোধহয় আমার কাছে আর কোনটিই নয়। গত পঞ্চাশ বছরে গান বাজনার সুবাদে পৃথিবীর বহু দেশেই তো আমি একাধিকবারই গেছি, সে সব দেশের লোকজনদের সাথে পরিচিতও হয়েছি, কিন্তু যেটা বিশেষ উল্লেখনীয়, ওদেশে সবচেয়ে বেশী করে যেটা দেখবার, সে হচ্ছে আমেরিকানদের sincerity, ওদের আশ্চর্য রকম disciplined way of life.। ওরা যা কিছুই করে, যা কিছুই শেখে, they do it very sincerely and with purpose. Even ওরা যখন yoga শিখতে আসে, কিম্বা আমাদের শাস্ত্রীয় গায়ন বা নৃত্য শিখতে আসে, তখনও একটা নতুন জিনিসকে শেখবার, একটা নতুন জিনিসকে জানবার জন্য ওদের মধ্যে যে একটা inquisitiveness, যে sincerity লক্ষ্য করা যায়, সেটা এককথায় প্রশ্নাতীত। আমেরিকানদের এই quality টাই আজও আমাকে ভীষণভাবে ওদের প্রতি আকৃষ্ট করে। ভালো লাগার এই তীব্র আকর্ষণ তথা আমার বড় মেয়ে সুরমার বিয়ে হয়ে বর্ত্তমানে ও দেশেই বসবাস হেতু বছরে অন্তত একবার হলেও ওদের মধ্যে কিছুদিন গিয়ে থেকে আসার খুবই চেষ্টা করি।

বছর কয়েক আগে এরকমই আমি যখন একবার ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার বড় মেয়ের ওখানে বেড়াতে গেছি, তখন ওদেরই পরিচিত একজন আমেরিকান ভদ্রলোক একদিন আমায় এসে বল্লে, - "...... if you are interested in doing something here, you should be handled by a promoter, without a promoter you can achieve nothing here." ওদেশে এসব ব্যাপার গুলোর অনেক গুরুত্ব। কিছু বিত্তশালী, প্রতিপত্তিশালী লোকই রয়েছেন, যারা শিল্পীদেরকে marketএ promote করেন, শ্রোতাদের সামনে একজন শিল্পীকে বিজ্ঞাপিত করে তুলে ধরেন। তা, আমিও দেখলাম যে ওদেশে আমার যৎকিঞ্চত গানের ভান্ডার নিয়ে কিছু করতে হলে, ওদেশের যে বর্তমান system, সেই system কে আশ্রয় করতেই হবে। যস্মিন দেশে যদাচার, সেটা তো মানতেই হয়;

আমিও রাজী হয়ে গেলাম।

এসব কথাবার্ত্তার দু-তিনদিন পর ঐ ভদ্রলোকের ব্যবস্থা মতোই একটা রেস্টুরেন্টে একজন promoter এর সাথে over a dinner আমাদের দেখা হল, আলাপ পরিচয় হল। তারপরই ভদ্রলোক আমায় সোজা জিজ্ঞেস করে বসলেন ,-".... what do you sing ?" - আপনি কী গান করেন ? - ভদ্রলোকের ঐ রকম কথাবার্তা শুনে আমি তো কেমন যেন বেশ অপ্রস্তুতই হয়ে গিয়েছিলাম । এ প্রশ্নের কী জবাব দেব আমি ! গত পঞ্চাশ বছরের সংগীত জীবনে কোন দিন তো সেভাবে ভেবেই দেখিনি যে আমি practically কি গান গাই। যখন যে যা গান গাইতে বলেছে গেয়ে দিয়েছি, remuneration পেয়েছি ,ঐ পর্যন্তই ব্যস। কিন্তু particularly আমি কি গান গাই , গানের জগতে আমার বিশেষ identityটা কি , সেটাতো তেমন ভাবে কোন দিন ভাববারই ফুরসৎ হয়নি। ওর একটা ছোট্ট প্রশ্ন আজ হঠাৎই আমাকে আত্মবিশ্লেষণের এ কোন জটিল পটভূমিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিল! - যাইহোক একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়েএকটু বুদ্ধিকরেই বল্লাম ,- "I sing Indian songs " ওঁ শুনে বল্লে " oh , Indian songs ? As Mr. Ravi Shankar or Ali Akbar plays on their instruments ? Do you sing the same in vocal ? তখন আমি ওকে বুঝিয়ে বল্লাম যে " yes I have learnt a little of classical music and I made some use of that vast subject in a very very popular media of our country. I am a playback singer ." তো ওঁ আশ্চর্য হয়ে বল্লে - " playback singer ! what does that mean ! তখন ওকে আমি playback ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্লাম যে in every picture of ours , we have a minimum of six to eight songs . But if the hero is not a singer himself, somebody has to lend the voice to him and he lips that on celluloid ,this is playback singing .আমার কথা শুনে ওঁ যেন আরও আশ্চর্য হয়ে গেল, বল্লে ,- এক একটা ছবিতে সাত- আটটা করে গান ! তাহলে ছবিটা হয় কি করে ! আমাদের দেশে তো বিশেষ কোন গানের ছবি ছাড়া অন্য কোন ছবিতে কোন গান দেয়ার কথা আমরা ভাবতেই পারিনা , আর তুমি বলছো কিনা তোমাদের প্রত্যেকটা ছবিতেই এত গুলো করে গান থাকে ! এক একটা ছবিতে এত এত গান তোমরা ঢোকাও কি করে ! আর তোমরাই বা কি এত এত গান গাও ! লোকেরা শুনে শুনে bore হয়ে যায়না ! " তখন ওকে আমি বল্লাম যে " দেখো , আমাদের দেশে গান হচ্ছে মানুষের জীবনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ধর্মীয় বা সামাজিক কোন উৎসব অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে জন্ম , মৃত্যু , বিবাহ ,বিরহ ,প্রেম, ধানকাটা - ধান রোয়া, নৌকা বাওয়া , পাল্কীটানা ইত্যাদি জীবনের এমন কোন দিক নেই , যে দিকটায় বা যে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে গান-বাজনার আয়োজন করা হয় না। বাস্তব জীবনে সংগীতের এই অবিচ্ছেদ্যতার প্রতিবিম্বটাই সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে আমাদের চলচ্চিত্রেও।

সেই তিরিশের দশকে আমরা যখন নির্বাক ছবির যুগ পেরিয়ে সবেমাত্র সবাক ছবির জগতে পা বাড়িয়েছি, অথচ প্লে-ব্যাক পদ্ধতিটা যখন পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাতই ছিল , সেই পটভূমিতে "কপালকুন্ডলা" ছবিটি মুক্তি পেলে পর সেই যে অনাথ নাথ বসু মহাশয় প্রতিদিন দুবেলা করে দুই শোতে যথার্থ sceneটা চলবার সময় স্টেজের সামনে বসে উদাত্ত কন্ঠে সেই যে গান ধরতেন - 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' , সেই থেকে শুরু করে আজকের এই যান্ত্রিকতা ও কলা-কৌশলের অত্যুচ্চ সাফল্যের যুগ পর্যন্ত আমাদের চলচ্চিত্রে সংগীতের এই প্রয়োজনটা অবশ্যম্ভাবীভাবেই চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। এমনকি যথার্থ চলচ্চিত্রের বিচারে খুবই নিম্নমানের বিবেচিত হয়েও শুধুমাত্র ভালো গানের জোরেই কোন কোন ছবি বক্স অফিসে রেকর্ড মাত্রায় হিট হয়েছে এরকম নিদর্শনও আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে। And like our classical music our folk songs. i.e., the songs of the soil are so varied , so vast that one would find it rather difficult to make an effort to understand our musical culture। আমার মুখে এসব কথাবার্ত্তা শুনে আমাদের গান-বাজনা সম্পর্কে ঐ ভদ্রলোক এত উৎসাহী হয়ে উঠলেন যে মুখ ফুটে বলেই ফেল্লেন, -" we have been listening to your classical music for a long time , but never got the opportunity to listen or learn all you have just said . This time I must come to India to have a first hand experience of your musical heritage ." - আমাদের গান-বাজনা সম্পর্কে শুধু ওকেই নয়,বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের মানুষদেরকে যেভাবে আমি উৎসাহী করে তুলতে চেয়েছি এবং ওরাও সত্যি সত্যিই যেভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে আমাদের গান-বাজনাকে জানতে , শিখতে , সেটা দেখে যেমন মনে মনে ভীষণ একটা আনন্দ হয়েছে , তেমনি পাশাপাশি সেই উৎসাহ নিয়ে এদেশের গানবাজনা শিখতে এসে practically ওদের যে অবস্থা আমি দেখেছি , সেটা আমাকে দুঃখও দিয়েছে খুব।

আমাদের দেশে সংগীতকে যে কত পবিত্র , কত সাধনার ধন হিসেবে মান্য করা হয় , শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মুখনিসৃত " নাহং তিষ্ঠামি বৈকুন্ঠে , যোগীনাম হৃদয়ে ন চ , মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তী , তত্র তিষ্ঠামি নারদ" ইত্যাদি সগর্ব শাস্ত্রীয় ঘোষণার মধ্যেই সেটার গুরুত্ব স্পষ্টতর হয়ে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। কিন্তু আমাদের সেই সংগীত ,বিশেষত শাস্ত্রীয় সংগীত , যেটা শুধু এক জন্মের নয় , জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা বলে মনে করা হয় , সেই পবিত্র শাস্ত্রীয়সংগীতকে আজ যখন অধিকাংশ বিদেশী শিক্ষার্থীদের কাছে contract -education এর মতো cheap পর্যায়ে পৌঁছে যেতে দেখি, যখন তিরিশ ডলারে ইমন, পঁয়ত্রিশ ডলারে মালকোশ , প্রথম সপ্তাহে ভৈরবী , তো পরের সপ্তাহে মল্হার ইত্যাদি রাগ-রাগিণী গুলো চুক্তি হিসেবে শিখিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং ওঁরাও আমাদের শাস্ত্রীয়

সংগীত শিখতে পারার আনন্দে মশগুল হয়ে একদিন দেশে ফিরে যায়, তখন সত্যিই ওদের জন্য আমার খুবই দুঃখ হয়।

বছর কয়েক আগে ঐ রকমই একটি আমেরিকান ছেলে আমার কাছে এসেছিল আধুনিক গান শিখতে। ছেলেটি এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লে যে " আমি ওস্তাদ অ্যালি (আলি) আকবরের বাড়ীতে থাকছি এবং গত তিনমাসে সেতার , সরোদ ও তবলা শিখে ফেলেছি। Now I will be coming to Bombay to learn flute from Hariprasad Chaurasia . Then I will learn Indian classical vocal , and Indian modern songs . So I came to you for discussing the matter " আমি ওকে বল্লাম যে দেখো "আমাদের গানবাজনার জন্য তোমার মধ্যে এই যে এত ভালোবাসা , সে গান শেখার জন্য তোমার এই যে এত প্রচেষ্টা , সেটা আমার খুবই ভালো লাগছে। কিন্তু pure classical তো ছেড়েই দাও , অন্তত আধুনিক গান , যেমনটা আমি গাই , সে রকমটা শিখতে হলেও নিদেনপক্ষে যতটা শাস্ত্রীয় সংগীতের বুনিয়াদ থাকা একান্তই দরকার , সেই বুনিয়াদটা তৈরী করতেও কম করেও ২/১ বছর লেগে যাবে। আর তুমি বলছ কিনা তিনমাসে তিনটে different subject ই তোমার শেখা হয়ে গেছে। এভাবে আর যা-ই হোক , গান বাজনা শেখা যায় না। সত্যিই যদি তুমি আমাদের গান-বাজনা শিখতে চাও , তবে তোমার এই short cut mentality টা প্রথমে ছাড়তে হবে। তুমি গান-বাজনা ব্যাপারটাকে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা বলে স্বীকার কর বা না-ই কর , তোমার এই জন্মের সারা জীবনের সাধনা বলে একে মানতেই হবে। রাগ-রাগিণী গুলো আমাদের কাছে শুধুই সা-রে -গা-মা-পা-ধা-নি এই সাত স্বরের গাণিতিক permutation- combination ই নয় , এই সবের অনেক উর্দ্ধে আমাদের অনুভূতির জগতেরও সে এক finer stage। অনুভূতির কোন্ বিশেষ স্তরে মৃন্ময়ী আমাদের চেতনায় চিন্ময়ী হয়ে ধরা দেয় , সেই মানসিক অবস্থাটায় তোমাকে পৌঁছতেই হবে। তবে গিয়ে যদি সত্যি সত্যি কিছু শিখতে পারো। -আমার কথা ওকে কতটা ছুঁতে পেরেছিল জানিনা , কিন্তু পরে শুধু এটুকুই খবর পেয়েছিলাম যে, সময়ের সীমিত সীমা রেখা টেনে টেনে এবং ডলারের ঝন -ঝনা ঝন মিষ্টি সুর তুলে তুলে আমাদের ওঁকার সুর কে কেনার আশায় ওঁ নাকি এ দোর থেকে ও দোরে মিছেই ছুটো ছুটি করে ক্লান্ত হয়ে থেমে গিয়েছিল একদিন।

আমেরিকা সম্পর্কে বলতে গিয়েই মনে পড়ে গেল ও দেশেই দেখা জীবনের একটা তিক্ততম অভিজ্ঞতার কথা। কয়েক বছর আগে একবার আমি আমেরিকার একটা অনুষ্ঠানে গান গাইতে গেছি। পুরো অডিটোরিয়ামটা সেদিন ভারতীয় শ্রোতায় একেবারে ঠাসা। - আমি গান শুরু করলাম । দু-তিনটে হিন্দী - টিন্দী গাইবার পর মাইকেই বল্লাম যে এখানে বেশ কিছু বাঙ্গালী শ্রোতাও এই আসরে উপস্থিত আছেন। আপনাদের সবার অনুমতি নিয়ে এবার আমার এই বাঙ্গালী শ্রোতাদের জন্য

Deba Prasad Das

এক-দুটো বাংলা গান গাইছি। বলেই ধরলাম -" স্বপন যদি মধুর এমন.. ...." কিন্তু গানটা শুরু করতেই দেখি, যাদের জন্য গানটা গাওয়া, তারা সব হৈ হৈ করতে করতে এক এক করে অডিটোরিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কি হ'ল ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু খুবই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ওদের ওরকম আচরণ দেখে। বাদবাকী অনুষ্ঠানটা হিন্দী-গুজরাতী ইত্যাদি গেয়েই শেষ করলাম এবং ননবেঙ্গলী শ্রোতারা সেসব উপভোগও করলো খুব। তা, অনুষ্ঠান শেষ করে আমি যখন অডিটোরিয়াম থেকে বের হচ্ছি, সামনেই একটু দূরে দেখি আমার সেই বাঙ্গালী শ্রোতারা নিজেদের মধ্যে তখন এমন তর্ক - বিতর্ক করছে, যে প্রায় হাতাহাতি হয়ে যাবার উপক্রম। আমি কিছু না জেনে বুঝেই এগিয়ে গিয়ে বল্লাম- ," কি হ'ল, আপনারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে এভাবে ঝগড়া করছেন কেন ? আর বাংলা গানটা ধরতেই আপনারা hall থেকে ওভাবে বেরিয়েই বা এলেন কেন !" আমাকে এভাবে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে গিয়ে ওরা যেন এবার একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বল্লে - "আপনি আমাদেরকে এভাবে অপমান করলেন কেন ? বাংলা কি এতই পড়ে গেছে, বাঙ্গালী কি এতই ফেলনা হয়েগেছে যে একটা বাংলা গান গাইবার জন্য আপনাকে কারো অনুমতি নিতে হবে ! আশ্চর্য !! " ওদের ওরকম ব্যবহার দেখে সেদিন আমার এত লজ্জা হয়েছিল যে কি বলবো। আমাকে সেবার ওখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল কিছু গুজরাতী এবং হিন্দী ভাষী আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় বন্ধু। এবং hall র প্রায় ৯৫/৯৬ শ্রোতাই ছিলেন আমার সেই সব নন বেঙ্গলী friends। সেক্ষেত্রে আমার এই সব বাঙ্গালী শ্রোতারা সেখানে অনাহুত না হলেও সংখ্যায় ছিলেন খুবই নগণ্য। বড়জোর পনের - কুড়িজন। সেইসব নন বেঙ্গলী friends, যারা আমার গান শুনবে বলে এতগুলো পয়সা খরচ করে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে গেছেন, মুষ্টিমেয় পনের-কুড়ি জন বাঙ্গালীকে সন্তুষ্ট করতে বাংলা না জানা এই সব আমন্ত্রক দের কাছে অনুমতি নেওয়াটা তো আসলে একটা সৌজন্য প্রকাশ, একটা ভদ্রতারই পরিচায়ক। সেই ভদ্রতাটাই সেদিন আমি দেখিয়ে ছিলাম, practically ওটা কোন অনুমতির মুখাপেক্ষি হওয়া নয় এবং বাঙ্গালীকে ছোট করার মানসিকতা থেকেও নয়। বরং ওদের আচরণ দেখে শুধু আমি নই, ঐসব ননবেঙ্গলী শ্রোতারাও সেদিন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। আর ওদের সামনে সেই সব বাঙ্গালী শ্রোতাবন্ধুদের ওরকম ব্যবহারে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল সেদিন আমারই। কারণ বাংলার জল হাওয়ায় মানুষ হওয়া এই আমিও একজন ধোপধুরস্ত বাঙ্গালী। এবং অপরাপর বাঙ্গালীদের মতো আমিও রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দর বাংলার উত্তরসূরী বলে মনে মনে এখনো খুবই গর্ব বোধ করি।

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো বিশ্ববরেণ্য মহামানবেরা একদিন এই বাংলায় জন্মেছিলেন বলে আমরা বাঙ্গালীরা যেমন ভীষণ ভাবে গর্ববোধ করি, তেমনি উল্টো কখনো কখনো এমনো

মনে হয় যে, এই সব মহামানবেরা এই বাংলায় জন্মানোটা আমাদের জন্য যতটা গর্বের, ঐসব মহামানবদের জন্য বোধহয় ঠিক ততটাই লজ্জার। তাঁদের দেখানো সমস্ত আদর্শ ভুলে গিয়ে শুধু তাঁদেরকে নিয়ে মিথ্যে গর্ব করতে করতে আজ যেভাবে তাঁদেরকে পাথরের মূর্ত্তিতে এনে আটকে ফেলেছি , সেটা খুবই ভাববার মতো ঘটনা। একদিন যে জাতটা শুধু ভারতেই নয় ,সারা বিশ্বেই একটা গর্ব করবার মতো জাত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল ,জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই জাতটাকে আজ যখন ভীষণ ভাবে পিছিয়ে পড়তে দেখি , একজন বাঙ্গালী হিসেবে তখন মনে মনে যেমন ভীষণ আঘাত পাই , তেমনি এর কারণ খুঁজতে গিয়ে আমাদের পরশ্রী কাতরতার মনোবৃত্তিটা কেই যেন সবচেয়ে বেশী দায়ী বলে আমার মনে হয়। আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ, আমরা স্বজাতির কারো কোন কাজে ভালো দেখতে পারিনা। এবং পঞ্চাশ বছর ধরে একটু একটু করে এগিয়ে যাবার পথে এটাও ভীষণভাবে উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে কেউ একজন হয়তো একটু - আধটু নামটাম করেছেন, হয়তো গানের ব্যাপারেই কোন কাজেই তার কাছে গেছি ব্যস , ওনার তখন হয়ে গেল। গলাটা ওহেতুক গম্ভীর করে নিয়ে, চশমাটা একটু নামিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকলেন -" কী কর , আমার কাছে কি চাই ? ও আচ্ছা গান করো। বেশ , ঠিক আছে,তিন মাস পরে দেখা কর। দেখি তখন কি করা যায়।" কিন্তু তিন মাস নয় , তিনবছরেও উনি আমার গান শোনার সময় করতে পারলেন না , তো সাহায্য করা তো দূর অস্ত। আমার অপরাধ, আমি বাঙ্গালী। কিন্তু নন বেঙ্গলীদের মধ্যে এসব গুলো নেই। তুমি কাজ করবে , বেশ কাজটা করে দেখাও। কাজটা পছন্দ হল তো , তুমি কাজ পেয়ে গেলে। বম্বে এবং কলকাতায় HMV তে পাশাপাশি কাজকরতে গিয়েও এই ব্যাপার টা খুব বেশী করেই আমার চোখে পড়তো। HMV র কলকাতা অফিসে যারা কাজ করতেন , তাদের কে দেখেছি যিনি যে পোস্টেই কাজ করুন না কেন , তিনি ভাবতেন তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ ব্যক্তি। তাদেরকে রেগুলার পাম্প দিতে না পারলে এখানে কোন কাজ করানো খুবই মুশকিল হত। অথচ বম্বেতে এরকম লোকজন প্রায় কোনদিনই দেখিনি বল্লেই চলে। - বাঙ্গালীর গৌরবময় অধ্যায়ের বেশীটাই আজ হয়তো অস্তমিত, হয়তো তীব্র প্রতিযোগিতার এই বাজারে আমরা আজ পিছিয়ে গেছি অনেকটাই। কিন্তু এতকিছুর পরেও যেসমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্টের জন্য আজও আমরা সবার থেকে একটু অন্যরকম , একটু ভিন্নধর্মী বলে সারা বিশ্বে আজও আলাদা ভাবে স্বীকৃত , সে গুলোর একটি যদি হয় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সহনশীল সহাবস্থান , তবে অন্যটি নিঃসন্দেহে আমাদের সংস্কৃতি প্রীতি এবং ক্রীড়াপ্রীতি তথা শিল্পী-শ্রষ্টাদের প্রতি আমাদের হৃদয় উজাড় করা নির্ভেজাল ভালোবাসা। - একবার কলামন্দিরে একটা অনুষ্ঠানে আমার একটা গান চলাকালীন একটি ছেলে

গানটা সম্পর্কে কিছু একটা বাজে মন্তব্য করলে পর সারাটা হল যে ভাবে সেদিন ছেলেটার বিরুদ্ধে সমস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল , যেভাবে অসভ্য আচরনের শাস্তি হিসেবে সেদিন তাকে হল থেকে বের করে দিয়েছিল , একজন শিল্পীর প্রতি শ্রোতাদের এত শ্রদ্ধা , এত ভালোবাসা দেখে আমার ক্ষুদ্র এই শিল্পী জীবনটাকে সেদিন সত্যিই ধন্য মনে হয়েছিল। কলকাতার মতো এত সংস্কৃতি মনস্ক তথা শিল্পীকে কদর করতে জানা শহরে জন্মানোর জন্য সেদিন যেন নতুন করে খুবই গর্ববোধ করেছিলাম। এই পরিবেশটা বম্বেতে আজকাল একেবারে নেই ।

আমার সংগীত জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিশাল সম্বর্ধনার মাস কয়েক আগে পূজোয় আমি একটি গান করেছিলাম -" অভিনন্দন নয়, প্রশংসা নয়,নয় কোন সম্বর্ধনা,মানুষের ভালোবাসা পেতে চাই আমি, চাই শুধু শুভ কামনা ....।" আসলে ওটা যে শুধু আনন্দ বাবুর লেখা আর আমার সুর ও কন্ঠে ফুটে ওঠা একটা কোন গতানুগতিক গান ছিল , তাই নয় , জীবনের সায়াহ্ন বেলায় ওটা আসলে হয়ে উঠেছিল আমার নিজের জীবনেরই অনুভূতিরই কথা। অনেক প্রশংসা অনেক সম্মান ইত্যাদি পাওয়ার পর শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন " মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক ", তেমনি সারা জীবন ধরে মানুষকে প্রেমের এত এত বিভিন্ন মাত্রার গান শোনানোর বিনিময়ে আজ শুধুই তাদের ভালোবাসায় নিজেকে ভরিয়ে নিতে মন চায়। এত শত মানপত্র আর সম্বর্ধনার মাঝে সেই কবে কোন এক পাহাড়ী শহরে একটি ছোট্ট আদিবাসী মেয়ে হাতে তুলেদিয়েছিল একটি সদ্য ফোটা গোলাপ , সেই সহজ ভালোবাসার জন্য আজ থেকে থেকেই মন কেমন করে। জীবনের সমস্ত দুঃখ, আনন্দ সব যেন ভেসে গিয়েছিল সেই সহজ ভালোবাসার ছোঁয়ায়। বম্বের প্রকাশ্য প্রভাতালোয় কিছু লোকের ছোরা হাতে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ঘৃণ্য ঘটনার স্মৃতি যেমন আমার মনের ডায়েরীতে সহজেই লেখা হয়ে গেছে , আবার পাশাপাশি কাশ্মীরের সেই গান পাগল সহজ সরল ছেলেটির ভালোবাসা, যে নিষ্পাপ ভালোবাসায় এক লহমায়ই ভেসে গেছে ছোরার আঘাত পাওয়ারও সমস্ত ঘৃণ্য স্মৃতি। - একবার কাশ্মীরে একটা অনুষ্ঠানে আমি গান গাইতে গেছি। এমনিতেই জায়গাটা কাশ্মীর , তায় আবার মাসটা ডিসেম্বর। পৌঁছোনোর পর থেকেই ঠান্ডায় খুবই অস্বস্তি হতে লাগলো। হাত- পা সব যেন জমে যাবার জোগাড়। ভালো করে গরম কাপড় টাপড় জড়িয়ে স্টেজে তো গান গাইতে বসেছি ঠিকই , কিন্তু গানটা শুরু করতেই অস্বস্তিটা যেন আরো বেড়ে গেল। কোন রকমে প্রথম গানটা শেষ করে কাঁপতে কাঁপতেই দ্বিতীয় গানটা আরম্ভ করবো , হঠাৎ একটি কাশ্মিরী যুবক সামনে থেকে এগিয়ে এসে বল্লে ,-" মান্না সাহাব, আপকো বহুৎ তকলিফ হো রহি হ্যায়। ম্যায় দেখ রহা হুঁ ঠান্ডি কি বজে সে আপ বহোৎ পরেসান হ্যাঁয়। " আমি বললাম যে - " হ্যাঁ জি

Deba Prasad Das

সাচমুচ মুঝে বহুৎ হি তকলিফ হো রহি হ্যায়। ইতনি ঠান্ডি.............।"
তো ছেলেটি ওর মাথা থেকে টুপিটা খুলে আমাকে দিয়ে দিলে। বল্লে ,- " আপ ইয়ে প্যাহ্ন লিজিয়ে , শায়দ থোরা আরাম মিল জায়ে আপকো। ঔর ওয়সে ভি আপকো সিরমে বো জরাকম হ্যায়" ।আমি বল্লাম ,- "তুমি আমাকে টুপিটা দিয়ে দিলে ! বাইরে এত ঠান্ডা, বরফ পড়ছে , তোমার নিজের তো খুব কষ্ট হবে।" ও বল্লে " তো ক্যায়া হুয়া মান্না সাহাব ! হাম আপকো চাহ্নে বালে মে সে হুঁ !আপকে লিয়ে ইতনা ভি অগর না কর সকুঁ তো ক্যায়া......"। - তো আমি টুপিটা পরে নিলাম। পরে ভালো তো লাগলোই., আর নিজের মধ্যে কেমন যেন একটা বেশ confidence পেলাম। গান শুরু করেও বেশ যেন একটু ভালো লাগলো। আসলে ওখানে আমার বোধ হয় কিছু একটা মানসিক দুর্বলতা ছিল। টুপিটা পরতেই সেটা কেটে গেল, তারপর থেকেই আমি নিয়মিত এই টুপি পরাটা শুরু করি। ওটা আসলে একটা টুপি মাত্রই নয় , আমার সেই কাশ্মীরী শ্রোতাবন্ধুটির ভালোবাসাও মিশে আছে এই টুপিতেই । এবং শ্রোতাদের এই উষ্ণ ভালোবাসাতেই আমি বারবার খুজে পেয়েছি আমার এগিয়ে চলার চরম পাথেয়।

সারা জীবন ধরে এত এত কিছু লেখার পর জীবনের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন - "আমার কবিতা জানি , গেলেও বিচিত্র পথে ,হয় নাই সে সর্বত্র গামী ," তেমনি শুধু গান নিয়ে জীবনের পঞ্চাশটি বছর কাটিয়ে দেবার পরও আজকে যখন পেছনের দিকে ফিরে তাকাই , দেখি জীবনের অনেকটাই আজও যেন ফাঁকা থেকে গেছে। এমন অনেক গানই থেকে গেছে , যে গানগুলোকে আজও সেভাবে দেখাই হ'ল না। হয়তো হবেও না আর কোনদিন। হয়তো রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুল গীতি কিছু কিছু বোঝবার বা গাইবার সামান্য চেষ্টা হলেও আমি করেছি , কিন্তু অতুলপ্রসাদী,দ্বিজেন্দ্রগীতি , রজনীকান্তের গান , কীর্ত্তন , বাউল, ভাটিয়ালি , জারি ইত্যাদি গানগুলো এ জীবনে সেভাবে যেন ছুঁতেই পারলাম না কোনদিন। বাংলা গানের জগতে রোমান্টিক প্রেম নিয়ে আমি যত সামান্যই যা কিছু ই করতে পেরেছি , হিন্দী গানের ক্ষেত্রে সে রকমকোন সার্থক গান কোন দিনই প্রায় গাইনি বললেই চলে। এসবের জন্য আমার মনে খেদ হয়তো অবশ্যই কিছু আছে , কিন্তু কোন ক্ষোভ নেই। শুধু গান-বাজনার ক্ষেত্রেই নয় , জীবনের কোন ব্যাপারেই কোনদিনই আমার কোন ক্ষোভ নেই। প্রচন্ড পরিশ্রম করে, জীবনে যতটুকু যা আমি পেয়েছি , সব সময়ই তাতে আমি সন্তুষ্ট থেকেছি। এবং সেই সঙ্গে আরও ভালো performance এর জন্য নিজেকে তৈরী করে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি। এমনকি গান বাজনার জগতে আমি যখন full-form এ ছিলাম তখন লোকেরা প্রায়ই আমার সঙ্গে অন্যান্য artistদের comparison করার চেষ্টা করতো, তখনও আমি সব সময়ই তাদেরকে বলেছি যে " দেখ , বাঁচার জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে ঠিকই ,কিন্তু

পয়সাটাই জীবনের সব কিছু নয়। পয়সা পয়সা করে সারাক্ষণ শুধু পয়সার পেছনে ছোটা , কোন পরিচালক নির্দিষ্ট সময়ে পয়সাটা দিতে পারল না ব'লে , ছবির কাজ অর্ধ সমাপ্ত রেখেই কেটে পরা বা কোন অনুষ্ঠানে টিকিট বিক্রি না হলে পর উদ্যোক্তাদের মা -বৌএর গয়না বিক্রি করিয়ে হলেও পয়সাটা আদায় করে নেয়া, এরকম low money minded মানুষ কোনদিনই আমি হতে চাইনি। আসলে গান- বাজনার বাইরে আমরা শিল্পীরাওতো এক একজন রক্ত মাংসের তৈরী সামাজিক মানুষ। তাই প্রত্যেক মানুষের মতো আমাদের জীবনেরও কিছু principle থাকা , জীবন সম্পর্কে একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকা একান্তই দরকার। আর এটা যাদের থাকে না, তারা জীবনে কষ্টও পায় খুব।

একটা সময় ছিল যখন রফি **মিঞা** আমার সাথে কোরাসে গলা মেলাতো। কিন্তু কিছুদিন ওরকম কোরাস টোরাস গাইবার পর ওর নিজের ওই যে talent , ওই যে অননুকরণীয় আবেগ মেশানো সুরেলা গায়কী ,ঐ সবের জোরেই আমাকে পেছনে ফেলে অচিরেই সে সামনে এগিয়ে গেছ অনেক দূর। তখনকার যারা গায়ক ছিলেন যেমন খান মস্তানা , দুরানী এদের সবাইকে টেক্কা দিয়ে বম্বের প্লে - ব্যাক সিঙ্গিং এর সাম্রাজ্যে তখন একটাই নাম সবার মুখে মুখে ফিরতো "মহম্মদ রফি"। একদিন আমার সাথে কোরাসে গলা মেলানো দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করে অচিরেই আমাকেও টেক্কা দিয়ে উপরে উঠে গিয়েছিল বলে , আমি কিন্তু সেদিন কোনভাবেই মনে মনে এতটুকু ও আঘাত পাইনি। আর সবার মতো আমিও নির্দ্বিধায়ই মেনে নিয়েছিলাম যে, আমার চেয়ে ওর ট্যালেন্ট অনেক অনেক বেশী। শুধু মেনে নেওয়াই নয় , একটু অসাবধানী হলেই ওর কিছু কিছু সুর লাগানোর তরীকা পর্যন্ত তখন আমার গানে অনায়াসে উঁকি দিয়ে যেত।কিন্তু এর কয়েক বছর পর হঠাৎই একদিন কিশোর কুমার যখন ধুমকেতুর মতো এসে পুরো বম্বের ইন্ডাস্ট্রীতে একটা "ধামাকা" মচিয়ে দিল , ওর ঐ রকম screen - fit গলা দিয়ে রফির মতো শিল্পীকেও যখন একদিন মার দিয়ে দিল,রফি কিন্তু সেই আঘাতটা কিছুতেই সেদিন মেনে নিতে পারে নি। আমি দেখেছি , ওর তখন সে কি অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা। সব সময় সেই একই আক্ষেপ - " কিশোর আমাকে এই ভাবে মেরে দিল , আমি কিশোরের চেয়ে কিসে কম !" মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত রফি এই যন্ত্রণা থেকে কিছুতেই মুক্তি পায় নি। এই অহেতুক যন্ত্রণাটা শেষ দিন পর্যন্ত ওকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে।

আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেও সেই যে কথায় কথায় কপালে হাত ঠেকানো ,রাস্তায় মন্দির দেখলেই সেই যে গাড়ী দাঁড় করিয়ে ভক্তি গদগদ চিত্তে একটু চরণামৃত খেয়ে নেয়া , এসব গুলো কোনদিনই আমার কেন যেন তেমন ভালো লাগে না। এবং ওগুলো করে সত্যি সত্যি কেউ কোনদিন শান্তি পায়, এ আমার মোটেও বিশ্বাসই হয় না। আমার মনে হয় শিল্পী শ্রোতা প্রমুখ সকল বর্গের মানুষের মধ্যেই জীবন সম্পর্কে একটা

স্বচ্ছ positive outlook থাকা একান্তই দরকার। কারণ এই positiveness এর মধ্যেই বোধ হয় লুকিয়ে আছে আমাদের সার্বিক সুখ শান্তির মূল বীজ মন্ত্র। আমার বাবা -কাকার কাছ থেকে positive thinkingএর যে বীজ মন্ত্র একদিন পারিবারিক সূত্রে আমি পেয়েছিলাম , হাজারো ঝড় বাদলের নিঃসঙ্গ রাতে এই positive thinking ই আমাকে অন্ধকারে আলো দেখিয়েছে এবং জীবন সম্পর্কে এই positive outlook এর জন্যই স্ত্রী - কন্যা - পরিজন নিয়ে আজ আমি আক্ষরিক অর্থেই একজন যথার্থ সুখী মানুষ।

জীবনের এই সায়াহ্ন বেলায় এসে জীবনে কী পেলাম আর কী পেলাম না , তার হিসাব মেলাতে গিয়ে আজ হৃদয়ের গহন থেকে গহনে কেবলই ধ্বনিত - প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে হৃদয়ের একান্ত সেই গান - " দিয়েছি যত পেয়েছি তারও বেশী ....।" আমার এই সামান্য জীবনে পুরষ্কার , সম্মান , সম্বর্ধনা এসবগুলো তো একেবারে কম পাইনি। কিন্তু যখনই এসব সম্মানে আমাকে ভূষিত করা হয়েছে , পুরষ্কৃত করা হয়েছে , আমি ভীষণ বিব্রত বোধ করেছি , ভীষণ অস্বস্তিতে পরে গেছি। একটা প্রশ্নই ভীষণভাবে আমাকে নাড়া দিয়ে গেছে ,- এই যে এত সম্মান , এত ভালোবাসা মানুষের কাছ থেকে আমি পেলাম , তার বিনিময়ে কী আদৌ মানুষকে সেই অর্থে কোনদিনই তেমন কিছু দিয়েছি,দিতে পেরেছি !!- এই আত্ম জিজ্ঞাসা এই জটিল দায়বদ্ধতার প্রশ্নে একটা ছোট্ট ঘটনাই আজ কেন যেন বারবারই মনে পড়ছে। জানি না জীবনের এত পাওয়া - এত না পাওয়াকে পেছনে রেখে একমাত্র এই ছোট্ট ঘটনাটাই আজ কেন বিদায় বেলায় এভাবে সবাইকে বলতে ইচ্ছা করছে । হয়তো এখানেই শিল্পকে প্রকৃত অর্থে মানুষের প্রয়োজন , হয়তো এখানেই দায়বদ্ধতা থেকে শিল্পীর প্রকৃত মুক্তি --।

কয়েক বছর আগে একবার আমি নাগপুরে একটা অনুষ্ঠানে গান গাইতে গেছি। যতদূর মনে পড়ছে বোধ হয় ওটা দুর্গোপূজোর দু -একদিন আগে বা পরের ঘটনা। আমরা ওখানে পৌঁছেছি দুপুর প্রায় বারোটা- একটা নাগাদ। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে সবে বারান্দায় বসে বিকেলের চা - এ চুমুক দিয়েছি , এমন সময় একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এলেন আমার সাথে আলাপ করতে। জানলাম ভদ্রলোক ওখানেই একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। গান বাজনার ব্যাপারেও ভদ্রলোক খুব উৎসাহী,গানের জগতের খুঁটি-নাটি খবরও রাখেন প্রচুর। খুবই ভালো লাগলো ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে। ভালো লাগলো মানে ঐ অল্প সময়েই মনের দিক থেকে আমরা এত কাছাকাছি চলে এলাম যে শেষ পর্যন্ত যাবার সময় ভদ্রলোক পরদিন সকালে তাঁর বাড়ীতে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করে গেলেন। খুবই ভালো লাগলো ভিন শহরে একেবারে অপরিচিত একটা জায়গায় সদ্যপরিচিত একজন স্বজনের কাছ থেকে হৃদয়ের এত উষ্ণ আন্তরিকতা পেয়ে। আমি আমন্ত্রণ করলাম রাতের

অনুষ্ঠানে আমার গান শুনতে আসার।

পরদিন সকালে নাগপুর ছেড়ে চলে আসার আগে চা-এর নিমন্ত্রণ রাখতে রওনা হলাম ভদ্রলোকের বাড়ী। পথে যেতে যেতে অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষেরই একজনের মুখে শুনলাম যে, ভদ্রলোকের স্ত্রী গত হয়েছেন সে আজ প্রায় পনেরো বছর আগে। এবং গত পনের বছর ধরে উনি দুরারোগ্য insomnia অর্থাৎ নিদ্রাহীনতায় ভুগছেন। শুনে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। এত ভালো একজন লোক, অথচ তারই জীবনে কিনা এত দুঃখ, এত অসহ্য যন্ত্রনা! – ভদ্রলোকের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে ভদ্রলোকের বাড়ী পৌঁছে গেলাম। সুন্দর ছোট্ট সাজানো লন পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই এক লহমায় মনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। পুরো ড্রইং রুমটা জুড়ে অনেকগুলো দেয়াল আলমিরা। তাতে থরে থরে সাজানো অন্তত হাজার খানেক রেকর্ড এবং ক্যাসেট। দেখে এত ভাল লাগলো যে মুখ ফুটে বলেই ফেল্লাম - " এত রেকর্ড!! না মশাই আপনার রুচির তারিফ না করে আর পারা গেল না।" তারপর খুব ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করলাম " আপনি মূলত কি ধরনের গান বাজনা শোনেন ? " -খুবই ছোট্ট ক্যাজুয়াল একটা জিজ্ঞাসা মাত্র। কিন্তু জবাবে ভদ্রলোক যা বল্লেন শুনে আমি যেন তখন একেবারে বাকরুদ্ধ। সামনে টেবিলে রাখা স্ত্রীর ছবিটার দিকে চেয়ে উনি বলতে লাগলেন -"এই আমার স্ত্রী। পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ওঁ চলে গেছে সে আজ পনের বছর প্রায়। কাল বৈশাখীর ঝড়ে হঠাৎ সাজানো বাগানটা যেভাবে চোখের সামনে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, যেভাবে গ্রীষ্মের ধূ ধূ করা ঐ মাঠটার শেষ প্রান্তে একা দাঁড়িয়ে থাকে ঐ তালগাছটা, জীবনের মধ্য গগনে ওঁর ঐ হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাকে ও ঠিক তেমনি ছিন্নভিন্ন, তেমনি নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। গত পনেরো বছর ধরে এই বিশাল বাড়ীটায় আমি একা, এক্কেবারেই একা। সেই ঘর, সেই জানালা, ওর নিজের হাতে কেনা সেই বিষ্ণুপুরী ঘোড়া, সেই শান্তিনিকেতনী মোড়া, দক্ষিনের দেয়ালে সাজানো পিকাসোর ওই ছবিটা, কিছুইতো আজও এতটুকুও বদলায় নি। যেখানে যা ছিল সবই যেন সেই আগের মতোই রয়ে গেছে, সব কিছুর মধ্যেই আজও যেন আমি ওঁর উপস্থিতিটাই স্পষ্ট অনুভব করি। এ ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সময় যেন হঠাৎ থমকে গেছে সেই পনেরো বছর আগে। এই পনেরো বছরে আমিও দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি কোন দিন। কালের নিয়মে বর্ষায় স্নাত হয় পৃথিবী। আসে হেমন্ত, আসে শরৎ। শিউলির গন্ধ মাখা স্নিগ্ধ নির্মল নীলাকাশে শান্ত চাঁদের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এলোমেলো খেলা করে চঞ্চল শুভ্র বলাকা। নীচে হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকে সারা পৃথিবী। আমার চোখে ঘুম আসে না। আঁধার প্রান্তরে মিটিমিটি জ্বলতে থাকা একঝাঁক জোনাকীর গাঁ ছুঁয়ে ধেয়ে আসা হিমেল হাওয়ায় আরও গভীরতর হয় রাত। দূরে ঐ ফুলন্ত শিউলি গাছটায় থেকে থেকে কেঁদে ওঠা রাত জাগা পাখীটার মতো, থেকে

Deba Prasad Das

থেকেই বুকের মধ্যে ডুঁকরে ওঠে জমাট বাধা পুরনো ব্যথাটা। অন্তর - বাহিরের গভীর অনুভূতির সাথে একাকার হয়ে রেকর্ড প্লেয়ারে বাজতে থাকে আপনার গাওয়া সেই মরমী গান" আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে নিশুতি রাত গুমরে কাঁদে ... ।" শুনতে শুনতেই পার হয়ে যায় রাত। রক্তিম আভায় রেঙে ওঠে ঐ পূর্ব দিগন্ত। পাখীরাও ডানা মেলে দেয় কোন সুদূর ঠিকানার খোঁজে। ভোরের হাওয়ায় "আহীর ভৈরোঁ" র তারার ষড়জে আবার বেজে যায় আপনারই গাওয়া সেই অনুভবী সুর" -... উত্ জ্বলে দীপক , ইত মন মেরা -- আ আ আ --- ,মন --,মেরা --, ও মেরা -- . উত্ জ্বলে দীপক , ইত মন মেরা , ফির ভি ন যায়ে মেরে ঘরকা অঁধেরা , তড়পত তরসত উমর গঁওয়াই। পুছোনা ক্যায়সে ম্যায়নে , পুছোনা , ক্যায় - এ সে ম্যায়নে , পুছোনা ক্যা- য়সে ম্যায়নে রৈন বিতা - - আ - ই - । " দুঃসহ রাতে এত অসহ্য জীবন যন্ত্রণার মধ্যে আপনার গানের মধ্যেই কোথায় যেন আমি একটা শান্তির ছোঁয়া খুঁজে পাই। খুঁজে পাই জীবনের একটা নতুন অর্থ, পাই নতুন করে বাঁচার একটা আলো ..।" - ভদ্রলোক থামলেন। দেখি , খোলা জানলা দিয়ে ভেজা চোখ দুটো সে কোন্ সুদূর অসীমে স্থির হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে থেকেও উনি যেন তখন আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে দূর - , অনেক অ ....নে..........ক দূর ---।